যুগান্তর

তারিখ 28 AUG 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

কাজী ফারুক আহমেদ

পরীক্ষায় কৃতিত্ব জীবনে কতটা সায

১৮ আগস্ট এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, আলিম ও এইচএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলের প্রায় সব সূচকই ইতিবাচক। জিপিএতে শীর্ষে ঢাকা, পাসে যশোর। ৮৪৮ কলেজে সবাই পাস। ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। বিদেশ কেন্দ্রের পাসের হার ৯৩.৫০ শতাংশ। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১২ লাখ ৩ হাজার ৬৪০। পাস করেছে ৮ লাখ ৯৯ হাজার ১৫০। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৮ হাজার ২৭৬। পাসের হার গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ৫.১০ শতাংশ। জিপিএ-৫ বেড়েছে ১৫ হাজার ৩৮২টি। বিজ্ঞান গ্রুপের ফল সবচেয়ে ভালো। পাসের হার ৮৩.০৪, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪১ হাজার ৪৬৮। ব্যবসায় শিক্ষায় পাসের হার ৭৪.৪৩, জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪ হাজার ৭৩১। মানবিকে পাসের হার ৬৭.৩৭, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ৭৫১। নরসিংদীর আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ এবারও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে নিজেদের সফলতা ধরে রেখেছে। এ নিয়ে টানা নয়বার শতভাগ পাসের সাফল্য দেখিয়েছে এ কলেজটি।

নানামত ও বিশ্লেষণ

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মেয়েরা এগোচ্ছে, ছেলেদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না। নানা কারণে এইচএসসির এবারের ফল আলোচনার দাবি রাখে। জিপিএ-৫ পাওয়া বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের ফল বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধির প্রতিফলন কিনা তেবে দেখার অবকাশ আছে। যেখানে যশোরের ১০০ কলেজ গত বছর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী পায়নি, সেখানে বিজ্ঞানে এবারের এইচএসসির ফল চমকে দেয়ারই মতো। সেই সঙ্গে পরীক্ষার ফল শিক্ষার গুণগত মান কতটুকু নিশ্চিত করে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে। তবে শহর ও মফস্বলের ফল ব্যবধান নিয়ে আলোচনা যেমন আছে, এর ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় এবার পৌর এলাকার কলেজের চেয়ে গ্রামের কলেজগুলো এগিয়ে। উপজেলার ছয়টি কলেজ থেকে ১৩ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এদের মধ্যে পৌর শহরের দুটি কলেজ থেকে পাঁচজন এবং গ্রামের চারটি কলেজ থেকে আট শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। এছাড়া পাসের হারের দিক থেকেও গ্রামের কলেজগুলো এগিয়ে। এতদিন ট্রান্সক্রিপ্টে বিষয়ের বিপরীতে কেবল গ্রেড পয়েন্ট উল্লেখ করা হতো। বিষয়ভিত্তিক বা মোট নম্বর জানার সুযোগ ছিল না মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের। আদালতে একজন শিক্ষার্থীর একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ ১৩ বছর পর উচ্চ মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীরা এবার জিপিএর সঙ্গে সব বিষয়ের নম্বর জানার সুযোগ পাচ্ছে। চলতি বছর যারা এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে তারা নম্বর জানার এ সুযোগ পাবে না। তবে এরপর থেকে এসএসসি ও এইচএসসির সব পরীক্ষার নম্বর জানা যাবে। অবশ্য গ্রেডিং পদ্ধতি বহাল রেখে নম্বর জানানোর ভালো-মন্দ নিয়েও অনেকে কথা বলতে পারেন।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানবিক শাখার অবস্থানে পরিবর্তন এসেছে। ফলাফলের দিক দিয়ে বিজ্ঞান প্রথম। তারপর ব্যবসায় শিক্ষা। মানবিকের অবস্থান সব শেষে। ফলাফল ভালো হলেও ইংরেজির দক্ষতা কতটা বেড়েছে? শিক্ষামন্ত্রীর অভিমত, ভালো ফলের জন্য পাসের হার, জিপিএ-৫ প্রাপ্তিসহ যে ক'টি সূচক বিবেচনা করা হয়, তার সব ক'টিই এবার ইতিবাচক। গত বছর প্রথমবারের মতো আইসিটি বিষয় ছিল। তাতে শিক্ষার্থীরা গতবার খারাপ করলেও এবার ভালো করেছে। গত বছর ১২ বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হয়েছিল। এবার তা বাড়িয়ে ১৯ বিষয়ে নতুন এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষার্থীরা এতেও ভালো করেছে। শিক্ষার্থীদের কিছু বিষয়ে দুর্বলতা আছে, বিশেষ করে বিজ্ঞান, ইংরেজি ও গণিতে। এ দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কঠিন বিষয়ে বাড়তি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। আগামীতে হয়তো শিক্ষার্থীরা আরও ভালো করবে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের মতে, দেশে রাজনৈতিক স্থিরতা, শিক্ষার্থীদের ক্লাসমুখী হওয়া, মূল বই পাঠ ও অনুসরণ, শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার তৈরির মানসিকতা, সর্বোপরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরাসরি মোটিভেশনের কারণে এবার যশোর বোর্ড দেশের আটটি সাধারণ বোর্ডে পাসের দিক দিয়ে শীর্ষে রয়েছে। গত বছর যশোর শিক্ষা বোর্ডের ফল বিপর্যয়ের বিষয়টি তারা সিরিয়াসলি নেন। এরপর বোর্ড কর্তৃপক্ষ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। সেখানে অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এতে শিক্ষার্থীরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে বলেই এবার জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসির ফল বেশ ভালো। তিনি আরও মনে করেন, এবার পরীক্ষায় প্রশ্নও ভালো হয়েছে।

পরীক্ষায় ফেল থাকবে কেন?

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত বছর ফেল করা প্রায় সোয়া ৩ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে ছিল ২ লাখ ৯৯ হাজার ৮০৪। মাদ্রাসা বোর্ডে ৮ হাজার ৯৭, কারিগরিতে ১৪ হাজার ১৭১ জন গত বছর ফেল করে। কিন্তু এবার অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীসহ মাদ্রাসা বোর্ডে ৮ হাজার ২৮৩ ও কারিগরিতে ১৩ হাজার ৩৯১ জন পরীক্ষা দেয়। এছাড়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিআইবিএস পরীক্ষায় গত বছর ১ হাজার ৮৫ জন ফেল করে। তাদের মধ্যে ৮৬৩ জন এবার পরীক্ষা দিয়েছে। এ বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০টি বোর্ডে মোট ফেল করেছে ৩ লাখ ৪ হাজার ৪৯০ জন, যা শতকরা হিসাবে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ২৫ ভাগ। দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলোর সার্বিক কার্যাবলী পরীক্ষা করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৯৯৭ সালে যে টাস্কফোর্স গঠিত হয় আমি তার সদস্য এবং একাডেমিক কমিটির আহ্বায়ক ছিলাম। ওই বছর ২৮ আগস্ট যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে ছিল : 'যদি বলা হয় যে, পরীক্ষায় ফেল বলে কোনো শব্দ থাকবে না, তাহলে সবাই চমকে উঠবে। কিন্তু ... ফেল শব্দটি মুছে দিতে হবে। ...গরিব দেশের গরিব অভিভাবকদের সন্তানরা একবার ফেল করলে পরের বার আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এতে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অকালে ঝরে পড়ে।' টাস্কফোর্স তার প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করে : 'যারা কোচিং সেন্টার ও গাইড বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবেন, পরীক্ষার কোনো পর্যায়ে তারা সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না।' সেই সঙ্গে টাস্কফোর্স সুপারিশ করে, 'পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নপত্রের ভাষারও পুনরাবৃত্তি করা যাবে না।'

ভর্তির জন্য উৎকণ্ঠা ও উচ্চশিক্ষা

আমাদের মিডিয়া প্রতি বছরের মতো এবারও একটি বিষয়ে সোচ্চার। তাদের আশংকা, হাজার হাজার এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে না। এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে অতীতে কোনোকালেই আসন সংকট হয়নি। এবারও হবে না। তবে উচ্চ ডিগ্রি অর্জনের জন্য সারা বিশ্বেই শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। পর্যাপ্ত আসন আছে জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত কোনো না কোনো নতুন বিভাগ চালু হচ্ছে। এতে আসন সংখ্যাও বাড়ছে। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে প্রতিবারই অসংখ্য আসন শূন্য থাকে। তাই আসন সংকটের কোনো আশংকা নেই বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান।

আমারও জানা নেই পৃথিবীর কোনো দেশ আছে কিনা, যেখানে সবাই পছন্দসই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে। আবার সবাই উচ্চশিক্ষায় যায় কিনা অথবা উচ্চশিক্ষার সংজ্ঞা কী? অতি সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর স্যার ক্রিস্টোফার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বলেছেন, উচ্চশিক্ষার পুরনো মডেল অকার্যকর হয়ে গেছে। সেখানে ইতিমধ্যে একবিংশ শতাব্দীর উপযোগী নতুন ভাবনা ও কর্মসূচি এসেছে, যা বাংলাদেশের মতো দেশের শিক্ষা উন্নয়ন ভাবনায় কাজে আসতে পারে। গবেষণার অপরিহার্যতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন না থাকলেও এর প্রধান উপজীব্য হল লক্ষ্যহীন জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে উন্নত জীবনের জন্য